রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফ: নিয়ম, শর্ত ও সতর্কতা



ছবি: সংগৃহীত

ইতিকাফ হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নির্দিষ্ট সময় মসজিদে অবস্থান করা। রমজানের শেষ দশকে এটি সুন্নত। ইবনু ওমর (রা.) জানান, মুহাম্মদ (সা.) এ সময়ে নিয়মিত ইতিকাফ করতেন; এক বছর সম্ভব না হওয়ায় পরের বছর ২০ দিন ইতিকাফ করেন। — সহিহ মুসলিম ২৬৭০; মেশকাতুল মাসাবিহ ২১০২

ইতিকাফ শুরু করতে সাধারণত ২০ রমজান সূর্যাস্তের আগে মসজিদে প্রবেশ করা হয়। আয়শা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, নবীজি (সা.) ফজরের নামাজের পর ইতিকাফের স্থানে প্রবেশ করতেন। — সুনান আত-তিরমিজি, হাদিস: ৭৯১

ইতিকাফ শুধু পুরুষদের জন্য নয়; নারীরাও করতে পারেন। নবীজির ইন্তিকালের পর তাঁর সহধর্মিণীরাও রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফ করেছেন। — সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৬৭৪

ইতিকাফে সময় কাটে ইবাদত, কুরআন তিলাওয়াত, জিকির ও নফল নামাজে। অপ্রয়োজনীয় কথা ও কাজ এড়িয়ে চলতে হয়। থাকা, ঘুম ও খাবার মসজিদেই হওয়া উত্তম; প্রয়োজন হলে স্বল্প সময়ে বাসায় গিয়ে খেয়ে আসার সুযোগ আছে।

LENS ASIA

ইতিকাফে নিষিদ্ধ কাজ

১. দাম্পত্য সহবাস

ইতিকাফ অবস্থায় সহবাস সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা: ১৮৭

২. অপ্রয়োজনে মসজিদ ত্যাগ

মানবীয় প্রয়োজন ছাড়া বাইরে যাওয়া যাবে না। সুনান আত-তিরমিজি, হাদিস: ৮০২

৩. রোজা ভঙ্গ হলে ইতিকাফ ভঙ্গ

ইতিকাফে রোজা শর্ত। বৈধ কারণে রোজা ভাঙলে ইতিকাফও ভাঙবে। নারীদের ঋতুস্রাব শুরু হলে ইতিকাফ ভঙ্গ হবে; পরে একদিন রোজাসহ কাজা আদায় করতে হবে।

৪. সুন্নত সীমাবদ্ধতা

ইতিকাফকারী রোগী দেখতে যাওয়া, জানাজায় অংশ নেওয়া, স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও অপ্রয়োজনে বাইরে যাওয়া থেকে বিরত থাকবেন; জামে মসজিদে এবং রোজাসহ ইতিকাফ করা সুন্নত। সুনান আবু দাউদ, হাদিস: ২৪৭৩